2022

(10)

সংশপ্তক , SAMSAPTAK
Peer-Reviewed & Refereed Journal
২০২২ ,ডিসেম্বর
2022 ,December
Vol.8, Issue-1

অষ্টম বর্ষ ।। প্রথম সংখ্যা
ISSN-2454-4884

পত্রিকা অধিকর্তা (Magazine Director)
প্রফেসর উৎপল মণ্ডল (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
সম্পাদক (Editor)
উত্তম দাস , সহকারী অধ্যাপক , বাংলা বিভাগ
বীরভূম মহাবিদ্যালয় , সিউরি
Name of the Editorial Advisory Board
ড. প্রকাশ মাইতি (বানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. রীতা মোদক (বিশ্বভারতী)
ড. সুখেন বিশ্বাস (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড.সাবলু বর্মণ (কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় (বীরভূম মহাবিদ্যালয়)
Peer Review Committee
তাপস সোরেন (বীরভূম মহাবিদ্যালয়)
ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ মুখার্জী (বীরভূম মহাবিদ্যালয়)
গৌতম দাস (বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়)

পরবর্তী সংখ্যার বিষয় –
'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়' (বিশেষ সংখ্যা)

প্রবন্ধে বালপুরুষ ফন্টে লিখে সফট কপি samsaptakuk12@gmail.com এ পাঠান ১৫ এপ্রিল ২০২৩ এর মধ্যে ।

Shiuli Shit

 ISSN-2454-4884

মধ্যযুগের আলোয় মঙ্গলকাব্যের সমাজ ভাবনা

শিউলী শীট

সারসংক্ষেপ (Abstract)

জীবনের মধ্যে উচ্চভাবের অনুসন্ধান করা কাব্যের বিষয়, মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে এই উচ্চভাবের পরিবর্তে প্রাত্যহিক জীবনের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চিত্র প্রস্ফুটিত হতে দেখা যায়। আধুনিক সাহিত্যের মানবিকতাবোধ এবং দৈবের সাথে পুরুষকারের কঠিন সংগ্রামই অন্যান্য মঙ্গলকাব্য অপেক্ষা মনসামঙ্গলের প্রচার সর্বাধিক করেছিল। আবার চণ্ডীমঙ্গলের ব্যাধ আমাদের সামাজিক জীবনের অন্তর্ভুক্ত চরিত্র নয়। এবং ফুল্লরা চরিত্রের মধ্য দিয়ে দুঃখ-দারিদ্র্য-সহনশীলতার একটা সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গল কাব্য শুধু রাঢ় ভূমিতে আবদ্ধ ছিল, তাই রাঢ় দেশে এর ব্যাপক প্রচার হলেও অন্যত্র এর প্রচার সম্ভব হয়নি। অন্নদামঙ্গল কাব্যে দেবতা চরিত্র অঙ্কনে চিরায়ত দেবমহিমা অটুটভাবে রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু ভারতচন্দ্র দেবতাদের স্থাপিত করেছেন মানব চরিত্র বিশ্লেষণী আসত কাঁচের আলোর সামনে; একই সঙ্গে মেলে ধরেছেন দেব চরিত্রের মহিমা ও অপগুণ দুইই।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্যের অস্তিত্ব ছিল একথা স্বীকার করলেও দেখা যায়, অন্তত চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে সেইভাবে কোনো বিশিষ্ট রূপ লাভ করতে পারেনি। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই মঙ্গলকাব্যগুলি একটা বিশেষ গতানুগতিক রচনা প্রথার অনুকরণ আরম্ভ করে। প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের নায়কই স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশু, বিশেষ কোনো দেবতার পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যেই মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করার জন্য অভিশাপগ্রস্ত হয়েছে। এই পূজা প্রচার সম্পর্কে যত প্রকার বাধা-বিপত্তি সমস্ত কিছুর হাত থেকেই মঙ্গলকারী দেবতা তাকে রক্ষা করবেন। ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলি বিষয়বস্তুর মধ্যে আর নূতনত্ব একেবারেই চোখে পড়ে না। সমস্ত মঙ্গলকাব্যেরই বিষয়বস্তুর পরিকল্পনা ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী। পরবর্তী কাব্যগুলি সেই কাহিনিকে মূলত অবলম্বন করে মার্জিত রসরূপ দিয়েছে মাত্র; তাছাড়াও কাহিনিকে যেকোনো স্থলে পল্লবিত যে করা হয়নি এমনটাও নয়।

পল্লীর সমাজ থেকেই মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি ও বিকাশ হয়েছে। নাগরিক জীবনের সঙ্গে এর কোনো যোগ সেইরূপ অর্থে নেই। কিন্তু সেই জন্য সেই কালের নাগরিক জীবনের সঙ্গে যে মঙ্গলকাব্যের কবিদের কোনো পরিচয় ছিল না, এমন কথাও বলতে পারা যায় না। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে নগর পত্তনের বর্ণনা করা হয়েছে। নাগরিক জীবন যে মিশ্র সমাজ-জীবন, এর বহু বৈচিত্র্যের মধ্যেও যে ঐক্য আছে, এর বিভিন্ন সমাজ পরস্পর আপেক্ষিক হয়েও যে স্বতন্ত্র, মঙ্গলকাব্যের কবিদের নগর বর্ণনার মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ পেয়েছে। তাই মঙ্গলকাব্যের কোনো কোনো কবি নগর-জীবনের বর্ণনার ভেতর দিয়ে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রকাশ করতে পারলেও ইহা মঙ্গলকাব্যের একটি আবশ্যক রীতি হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি।

মূল শব্দ : মনসা মঙ্গল , চণ্ডীমঙ্গল , মধ্যযুগ , দেবতা , বৈষ্ণব পদাবলী , সমাজ , সংস্কৃতি

মূল প্রবন্ধ -

বাংলা মধ্যযুগের প্রথমভাগে বৈষ্ণব ও শাক্তের মিলন পরবর্তী সময়ের মতো এত ঘনিষ্ঠ ছিল না। শাক্তগণ বৈষ্ণবদিগকে যে কতদূর অবজ্ঞা ও ঘৃণার চোখে দেখতেন তা মধ্যযুগের বৈষ্ণব ও শাক্ত সাহিত্যে তাহার আভাস পাওয়া যায়। এই সকল সমসাময়িক সামাজিক ইতিহাস ব্যতীতও মঙ্গলকাব্যগুলি থেকেও দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থারও কতক আভাস পাওয়া যায়। মনসামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত হাসান হোসেনের